ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা

(সার-সংক্ষেপ)

কার্যপত্র প্রণয়ন
রুমানা শারমিন, জুলিয়েট রোজেটি

১২ এপ্রিল ২০১৩

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

গবেষণা সমন্বয়
মো. রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

কার্যপত্র প্রণয়ন
রুমানা শারমিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ইন-চার্জ) - রিসার্চ এন্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ এন্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ এন্ড পলিসি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ, আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা বিশেষ করে ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা, শরীফ আহমেদ, নীহার রঞ্জন রায় এবং টিআইবি'র পরিচালকবৃন্দ মো. রফিকুল হাসান, ড. রিজওয়ান-উল-আলম, রঞ্জনেশ্বর হালদার ও উমা চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে কার্যপত্রটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২ ব্লক# ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন টিআইবি'র মূল কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আগামী দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান কিরূপ কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় হবে সে বিষয়েও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদ বহাল রেখে নির্বাচনকালীন সরকার কর্তৃক অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশে নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশেষজ্ঞদের অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড়। সরকার ও বিরোধী দলের এই বিপরীতমুখী অবস্থানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা ও সংঘাত ক্রমবর্ধমানভাবে জাতীয় জীবনে গভীর সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে এই কার্যপত্রটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কার্যপত্রটি প্রণয়ন করেছেন গবেষক রুমানা শারমিন ও জুলিয়েট রোজেটি। তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সম্মানিত শিক্ষাবিদ, আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। কার্যপত্রের গবেষণা সমন্বয় করেছেন মো. রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি। কার্যপত্রটি প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন গবেষণা বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম. আকরাম। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা বিশেষ করে ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা, শরীফ আহমেদ, নীহার রঞ্জন রায় এবং টিআইবি'র অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ড. রিজওয়ান-উল-আলম, রঞ্জনেশ্বর হালদার ও উমা চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে কার্যপত্রটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ড বিশেষ করে সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এবং সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই কার্যপত্র প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছেন।

টিআইবি'র প্রত্যাশা সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও সংঘাতের পথ পরিহার করে সকল দলের সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে গঠিত নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার জন্য এ কার্যপত্রে প্রস্তাবিত কাঠামো ও প্রক্রিয়া চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসন ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। আমাদের প্রত্যাশা সরকার ও রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার কার্যপত্রে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার মাধ্যমে অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি এবং গণতন্ত্র সুসংহত করতে সহায়তা করবেন। এই কার্যপত্র সম্পর্কে পাঠকের সুচিন্তিত মন্তব্য এবং পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা

Elections are one of the basic pillars of democracy and central to the process of democratic political participation...Elections serve as the basic mechanism for both selecting and replacing ruling elites and for providing a regular and systematic succession in government.(Akhter, MY, 2001: 3)

গণতন্ত্র চর্চায় অন্যতম এক পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর অপরিহার্য। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আগামী দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান কার অধীনে হবে সে বিষয়েও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারের প্রস্তাবিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে না এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সকলের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সকল মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করে এই কার্যপত্রটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে এ কার্যপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে শিক্ষাবিদ, আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছ থেকে চেকলিস্টের সাহায্যে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই ও ওয়েবসাইট হতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে । এই কার্যপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো বিশ্লেষণ, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন আলোচনা, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রচলিত কাঠামোসমূহের কার্যকরতা বিশ্লেষণ, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের যৌক্তিকতা, এবং বর্তমান সংবিধান অনুসারে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন যে নামকরণই করা হোক না কেন উভয় সরকারই কিছু নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় যাতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারে (পিআইএলডিটি, ২০০৬: ৬)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচনকালীন সরকারকে 'অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার' এবং 'নির্দলীয় ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' এই দু'টি পৃথক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান কার্যপত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলতে মূলত অনির্বাচিত ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার এবং 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' বলতে নির্বাচিত ও দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

ভারতে সংসদ বিলুপ্তির পর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঐ সরকারই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। তাদের অধীনে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়াতে পরবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দল সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে পাকিস্তানে যে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা কাদের নিয়ে গঠিত হবে সে বিষয়টি সব দল মিলে ঠিক করে। অন্যদিকে নেপালে ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ চারটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছে যারা নির্বাচনকালীন সরকারকে নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য যাবতীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর হতে প্রায় বিশ বছর শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়নি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (রশিদ, ২০০১: ৩৫৭-৩৭৩)। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দেওয়া হয় ও দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। পঞ্চম সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দলীয় সরকারের অধীনে একদলীয় ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারের অধীনে শুধু ক্ষমতাসীন দলের অংশগ্রহণে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত নির্বাচনের ফলাফল কোনো মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন পাশ করা হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সর্বশেষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা তার পদ হতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং 'জরুরি অবস্থা' জারি হয় ও সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে যা প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়।

২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি দায়েরকৃত ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে করা রিটের রায় ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট ঘোষিত হয় যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া হয়। তবে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ১০ মে সংক্ষিপ্ত রায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগ যার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় ২০১২ এর ১৬ সেপ্টেম্বর (নজরুল, ২০১২)।। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

বর্তমানে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার দুই ধরনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে উভয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ ও ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় প্রশাসন তুলনামূলকভাবে প্রভাবমুক্ত থেকে অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পেরেছে ভোটারের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়;[১] এ সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলকভাবে সফল; অধিকাংশ সময়ে এ সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হতে দেখা যায় (নজরুল, ২০১২ ও ২০১৩)। তবে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে ১/১১-র পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন রাষ্ট্র ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব চালাবার সুযোগ পেয়ে যায়। বাংলাদেশে কোনো কোনো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক এ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং বিতর্কিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনস্বার্থের বিপরীতে গিয়ে এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপ নেয় যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংবাদ-মাধ্যম নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। এছাড়া, এ ব্যবস্থায় বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বা পদোন্নতি এবং গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, যেসকল দেশে অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থার অধীনে সকল মহলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যবস্থার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় বলে গণতন্ত্রের চেতনা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সংগতিপূর্ণ; আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে আলোচনার সুযোগ থাকে বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহিষ্ণুতা সুদৃঢ় হয়; রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থার কারণে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে বলে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ক যা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের অন্যতম শর্ত। তবে বাংলাদেশে দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যবস্থার কিছু সীমবিদ্ধতা পাওয়া যায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বীয় পদে বহাল থেকে নির্বাচন পরিচালনা করে বলে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে; এ ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে (আখতার, ২০০১); নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং অফিসার ও প্রার্থী অপহরণ, ভোটার উপস্থিতি হ্রাসের অভিজ্ঞতা দেখা যায় (আখতার, ২০০১: ১৩২ ও ১৬৫); ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্যদের নিয়েই যেহেতু এ সরকার গঠিত হয় ফলে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়; ক্ষমতাসীনদের অধীনে ১৯৯৬ (ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন) সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গঠিত সংসদ ছিল স্বল্প মেয়াদের।[২]

[১] ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৫৫.৩১%, ৫১.২৯%, ৬৬.৩১% ও ৫১.৮১%। ১৯৯১ সালের নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৫৫.৪৫%। কিন্তু ১৯৯৬ সালে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ২৬.৫৪%। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৭৪.৯৬%, ৭৫.৫৯% ও ৮০.৮৮%। উৎস: আহমদ ও সালেহ (২০০৯) ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

[২] উল্লেখ্য, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৬ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬ এর ৩০ মার্চ। সূত্র: রশিদ (২০০১), ফিরোজ (২০০৩: ২৩), নজরুল (২০১৩)।

অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে সরকারি দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে যুক্তি:

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দায়িত্বে থাকবেন কিন্তু কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব থাকবে না। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং উত্তরসূরি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবেন যা অন্যান্য সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে 'ওয়ান ইলেভেন'-এর মত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ তৈরি হয়, যা বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার ব্যবস্থায় রহিত করা হয়েছে।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী বলে দাবি করা হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবির পক্ষে বিরোধী দলের যুক্তি:

- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে যেখানে নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
- নির্বাচন কমিশনের ওপর বিরোধী দলের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আস্থাবোধ করবে না।
- সরকারদলীয় মন্ত্রিপরিষদকেই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
- প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে সংসদ বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ছিল মূলত তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের।

পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী দশম সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ: সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; সংসদ বহাল রেখে অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-ই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন;[৩] প্রধানমন্ত্রী কোনো কারণে পদত্যাগ করলে বা আস্থা হারালে নির্দলীয় বা অনির্বাচিত কোন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই; সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ঐ সংসদেরই সদস্যগণ নির্বাচনকালীন সরকারে বহাল থাকবেন; দশম সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নবম সংসদের সদস্যদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না; সংসদ ভাঙ্গার বা বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।[৪]

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও কার্যকরতা বিশ্লেষণ করে এবং উভয় জোটের অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দশম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যায়:

- প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা সুস্পষ্ট করা হয়নি।
- যারা এ সরকার পরিচালনায় থাকবেন তাদের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
- সকলের জন্য অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ফলে বিরোধী দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
- নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নেই।
- সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ঐ আসনের প্রতিনিধি হয়ে পরবর্তী নির্বাচনে একই আসনে বা অন্য কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে তার ফলাফল এবং অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেই সংসদে আইন প্রণয়ন করার সুযোগ থাকে যার ফলে নির্বাচন ও তার ফলাফলকে প্রভাবিত করার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সংসদে রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২৪) যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংকট তৈরি করতে পারে।

[৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১২৩(৩) ও ১২৩(৩)(খ)।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৭(২)।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং দুই ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায় দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ প্রয়োজন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা ও আচরণ তার জন্য অনুকূল নয়।

২. নির্বাচনী ফলাফলকে একদিকে প্রভাবিত করা এবং অন্যদিকে গ্রহণ না করার মানসিকতার কারণে নির্বাচনকালীন সরকারের ওপর আস্থার অভাব একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

৩. এমন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা (উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী) বাংলাদেশের জন্য 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'তে পরিণত হয়েছে।

৪. দশম সংসদ নির্বাচনে সকর দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ভোটারদেও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

টিআইবি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো

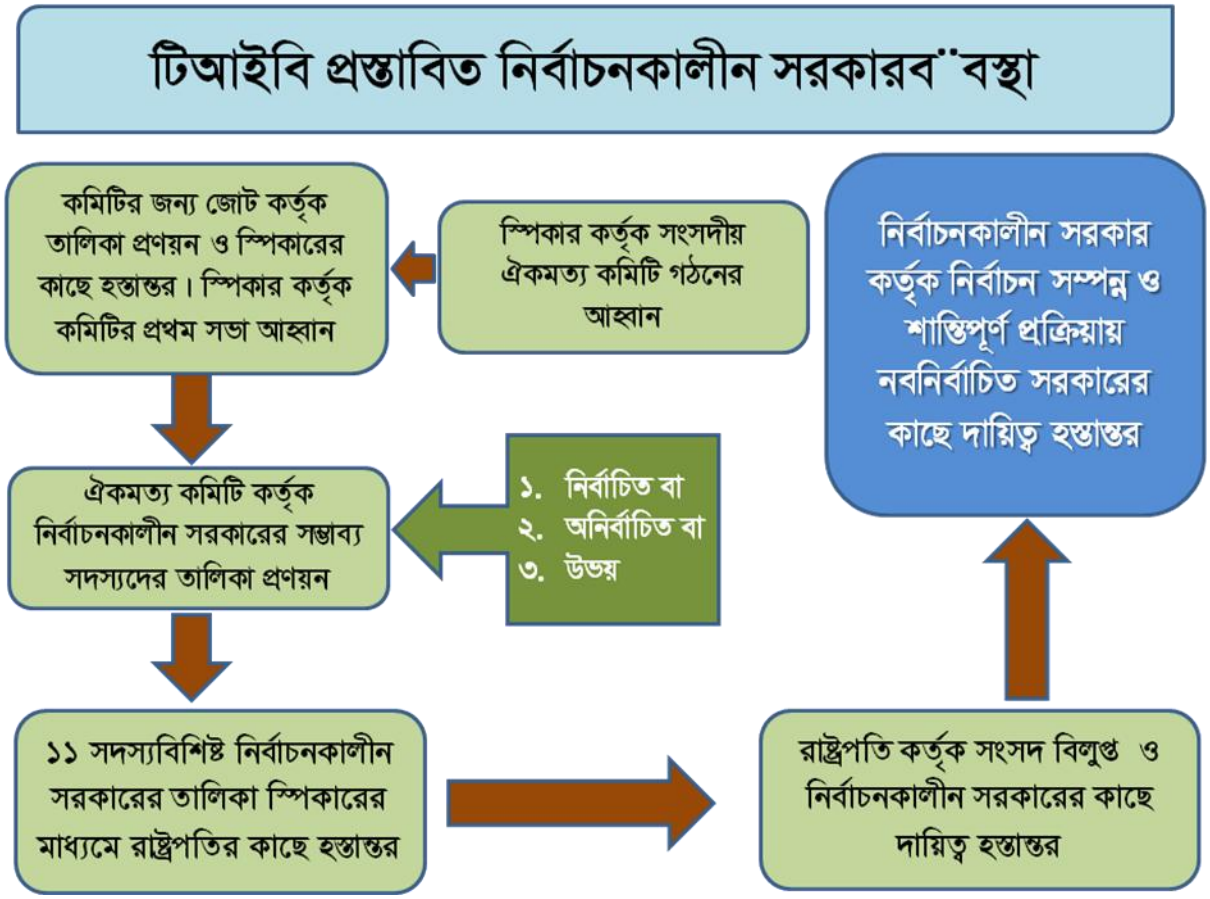

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণে আগামী দশম সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নলিখিত সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করছে যেখানে একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হবে।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি (Parliamentary Consensus Committee) গঠন

কমিটির কাঠামো

- বর্তমান সংসদের দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক (মোট চার থেকে ছয়জন অথবা উভয় পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সংখ্যক) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে।

কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে সদস্য মনোনয়ন দিতে হবে।

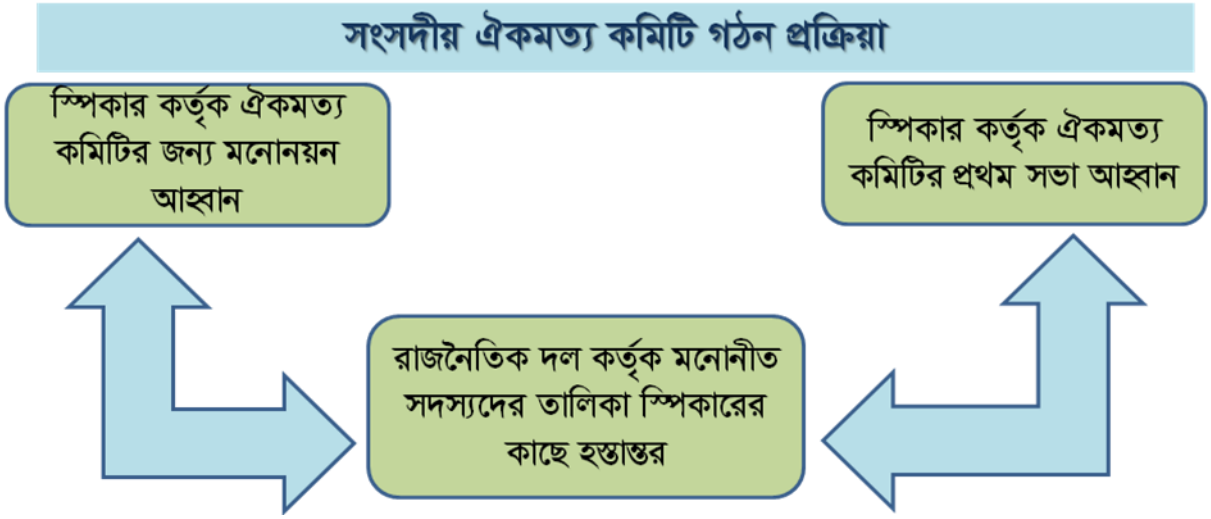

কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

- স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির জন্য মনোনয়ন আহ্বান।
- রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা স্পিকারের কাছে হস্তান্তর।
- স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির প্রথম সভা আহ্বান।

সাচিবিক দায়িত্ব

- এই কমিটি কার্যকর থাকাকালীন এর সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন সচিব- জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঐকমত্য কমিটির কার্যক্রম

১. নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ মোট ১১ সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে।
২. সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে উভয় জোটের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে।
৩. কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার বাকি ১০ জন সদস্যের তালিকা চূড়ান্ত করবে।
৪. কমিটি সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে গঠিত হয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করবে, যাতে সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে উক্ত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন।
৫. ঐকমত্য কমিটি আলোচনার মাধ্যমে কমিটির মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য দুইজনকে নির্বাচন করবে, যারা যৌথভাবে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। তারা উক্ত কমিটির মুখপাত্র হিসেবে যে বিষয়গুলো জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনসমক্ষে (সংবাদ সম্মেলন, ওয়েবসাইট) প্রকাশ করবেন, কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং সার্বিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন।
৬. কমিটির সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আহ্বায়কদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সভাগুলোর সভাপতি নির্ধারিত হবে।
৭. নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের সাথে সাথে কমিটি অকার্যকর হয়ে যাবে।
৮. কমিটির প্রত্যেক সদস্য দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

- *বিকল্প 'ক'*
  ১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।
  ২. সরকারপ্রধানের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারের অন্যান্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।
- *বিকল্প 'খ':*
  ১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।
  ২. উক্ত ১০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি।
- সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য
  - ✓ *বিকল্প 'ক'*: উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবে।
  - ✓ *বিকল্প 'খ'*: বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবে।[৫]
- উপরোক্ত দু'টি বিকল্পের ক্ষেত্রেই সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি কাঠামো বিবেচনা করতে পারে:
  - *বিকল্প 'ক'*: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনীত করবে।
  - *বিকল্প 'খ'*: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে পারে।
  - *বিকল্প 'গ'*: অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উক্ত সরকার গঠন করতে পারে।

কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

বিকল্প 'ক'

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।
২. সরকারপ্রধানের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারের অন্যান্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।

বিকল্প 'খ':

১. ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।
২. উক্ত ১০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি।
- সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের মনোনয়ন প্রক্রিয়া

বিকল্প 'ক'

উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবে

বিকল্প 'খ'

বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবে

উপরোক্ত দু'টি বিকল্পের ক্ষেত্রেই সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি কাঠামো বিবেচনা করতে পারে

বিকল্প 'ক'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনীত করবে

বিকল্প 'খ'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে

বিকল্প 'গ'

অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উক্ত সরকার গঠন করতে পারে

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- ❖ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- ❖ অনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য, জাতীয় পর্যায়ে প্রশংসিত, সৎ, আস্থাভাজন, পেশাগত জীবনে সুখ্যাত এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিবেচনা করতে হবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার

- ❑ সরকারের মেয়াদ হবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন।
- ❑ এই ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। শুধু গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ❑ এই সরকারের কোনো সদস্য দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা দশম সংসদে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ঐ সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সরকারি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।
- ❑ এই সরকার শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বড় কোনো প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, কূটনীতি বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতে বিরত থাকবে।
- ❑ সরকারপ্রধান নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন।
- ❑ নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধান সব ধরনের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করবেন।

রাষ্ট্রপতির সার্বিক ভূমিকা

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি:

- ✓ সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।
- ✓ ঐকমত্য কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে আহ্বান করবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিতর্কের সমাধানের প্রয়োজনে উক্ত সরকারকে পরামর্শ দিবেন।
- ✓ গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনো সদস্যকে অপসারণ বা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ✓ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটকে সরকার গঠনের আহবান জানাবেন।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১. প্রস্তাবিত কাঠামো ও প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হলে রাজনৈতিক দলগুলো একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।

২. নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রতি সকল দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া যদি গৃহীত হয় তবে দশম সংসদ নির্বাচনসহ পরবর্তী নির্বাচনে তা কার্যকর করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- আখতার, ম ই, ২০০৯, *অভিনব সরকার ব্যাতিক্রমি নির্বাচন*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।
- করিম, ম র, ২০১২, *২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।
- খান, ম র, ২০১২, 'নির্বাচিত ও অনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর কূটতর্ক', দৈনিক প্রথম আলো, ১ অক্টোবর।
- হাসানউজ্জামান, আ ম, ২০১৩, 'জবাবদিহি: সংকটমোচনে চাই সংসদের কার্যকর ভূমিকা', দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি।
- হাসানউজ্জামান, আ ম, ২০০৯, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র: রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
- নজরুল, আ, ২০১১, 'রায়ে সমাধান নেই, আছে সংকট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ সেপ্টেম্বর।
- ফিরোজ, জ, ২০০৩, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- রহমান, তমত, ২০০৯, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সূচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যত*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা।
- হালিম, আ, ২০১২, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*, সিসিবি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- হারুন-অর-রশিদ, ২০০১, *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৩: আসন শূন্য ঘোষণা না করেই সংসদ নির্বাচন: আগের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবনির্বাচিতরা শপথ নিতে পারবেননা', দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি।
- সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৫: যে সরকাই হোক, প্রধানমন্ত্রী হবেন বর্তমান সংসদ থেকেই', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি।
- সালেহউদ্দিন, ২০১৩, 'সংবিধান পর্যালোচনা-৬: সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হারালে আগাম নির্বাচনের সুযোগ নেই', দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি।
- আহমদ,শ ও সালেহ আ, ২০০৯, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১৯৯১-২০০৭): একটি পর্যালোচনা: রাজনীতির চার দশক (সম্পাদিত)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা ।
- Akhter, MY, 2001, *Electoral Corruption In Bangladesh,* Ashgate Publishing Limited, England, p.137.
- Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, 2006, *Background Paper: Caretaker Government during Election: A Comparative Study of Pakistan, Bangladesh and India*, Son Printers, Lahore, p. 6.
- Sinha, M A S, 2012, 'Conceptual understanding of caretaker government', The Financial Express, 6 May.
- Keith, A B, 1952, *British Cabinet System*, London: Stevens.
- Mahajan, V D & Chand, S, 1971, *Constitutional history of India, including the nationalist movement*; Brown, Judith 1999, *Modern India: The making of an Asian Democracy*, Oxford University Press, (2nd Edition).
- Eicher, P, Alam, Z & Eckstein, J, 2010, 'Election In Bangladesh: 2006-2009, Transforming Failure into Success', UNDP, March.
- Nayar, K, 1996, 'Caretaker Government in India Also?', Dhaka Courier, 12 (29-30), 16 February, was Cited in Ahmed, N, 2004, *Non-Party Caretaker Government In Bangladesh*, The University Press Limited.
- Karim, W, 2007, *Election under a Caretaker Government: An Empirical Analysis of the October 2001 Parliamentary Election in Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka.
- Ahmed, I, 2012, 'Constitutionality of election under party govt', New Age, 13 October.
- Ahmed, N, 2004, *Non-Party Caretaker Government In Bangladesh*, The University Press Limited.
- Nazrul, A, 2013, '15th Amenment: Transition of Power', The Daily Star, 17 March.
- Ahsan, S B, 2013, 'Through Smooth and Rough Caretaker Terrain', The Daily Star, 17 March.
- Liton, S, 2012, 'News Analysis: No Change in Politics, Hasina-Khaleda only Swapped Positions', The Daily Star, 02 August.